أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/R) www.motaher21.net

الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

" কাবা ঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র"

" The Kaba is assembly for the Mankind."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :- ১২৫

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اَمْنًا ؕ وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّی ؕ وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤی اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّآئِفِیْنَ وَ الْعٰكِفِیْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

আর স্মরণ করো তখনকার কথা যখন আমি এই গৃহকে (কা’ বা) লোকদের জন্য কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল গণ্য করেছিরাম এবং ইবরাহীম যেখানে ইবাদাত করার জন্য দাঁড়ায় সে স্থানটিকে স্থায়ীভাবে নামাযের স্থানে পরিণত করার হুকুম দিয়েছিলাম। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাকীদ করে বলেছিলাম, আমার এই গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকূ’ -সিজদাকারীদের জন্য পাক-পবিত্র রাখো।

১২৫ নং আয়াতের তাফসীর:

মহান আল্লাহ্‌র ঘর অর্থাৎ কা ‘বার মর্যাদা

আল ‘আওফী (রহঃ) ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) এর সূত্রে বলেন যে, مَثَابَةً এর ভাবার্থ হচ্ছে বার বার আগমন করা। হাজ্জ পালন করে বাড়ী ঘরে ফিরে গেলেও অন্তর তার সাথে লেগেই থাকে। প্রত্যেক জায়গা হতে লোক দলে

দলে এ ঘরের দিকে এসে থাকে। এটাই একত্রিত হবার স্থান, অর্থাৎ সবারই মিলন কেন্দ্র। এটি নিরাপদ জায়গা। এখানে অস্ত্র-শস্ত্র উত্তোলন করা হয় না। অজ্ঞতার যুগেও এর আশে-পাশে লুটতরাজ হতো বটে; কিন্তু এখানে নিরাপত্তা বিরাজ করতো। কাউকে কেউ গালিও দিতো না। এ স্থান সদা বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ রয়েছে। সৎ আত্মাগুলো সদা এর দিকে উৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকে। প্রতি বছর পরিদর্শন করলেও এর প্রতি লোকের আগ্রহ থেকেই যায়। আর এ সবই এটি ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রার্থনারই ফল। তিনি মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেনঃ

﴿فَاجْعَلْ اَفْىِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیْۤ اِلَیْهِمْ﴾

‘সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন।’ (১৪ নং সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং ৩৭)

এখানে কেউ তার ভাইয়ের হত্যাকারীকে দেখলেও নীরব থাকে। সূরাহ্‌ আল মায়িদায় রয়েছে যে, এটি মানুষের অবস্থান স্থল। ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মানুষ যদি হাজ্জ করা ছেড়ে দেয় তাহলে আকাশকে পৃথিবীর ওপর নিক্ষেপ করা হবে। এ ঘরের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করলে এর প্রথম নির্মাতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা স্মরণ হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَ اِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِیْمَ مَكَانَ الْبَیْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِیْ شَیْـًٔا﴾

‘আর স্মরণ করো, যখন আমি ইব্রাহীম (আঃ) এর জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান। তখন বলেছিলাম, আমার সাথে কোন শরীক স্থির করো না।’ (২২ নং সূরা হাজ্জ, আয়াত নং ২৬)

মাকামে ইবরাহীম

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِیْنَۚ﴿۹۶﴾ فِیْهِ اٰیٰتٌۢ بَیِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِیْمَۚ۬ وَ مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا﴾

‘নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম গৃহ, যা মানবমণ্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা বাক্কায় তথা মাক্কায় অবস্থিত; এটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। তার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, মাকামে ইবরাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে এর মধ্যে প্রবেশ করে, সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়।’ (৩নং সূরা আল ‘ইমরান, আয়াত নং ৯৬-৯৭)

মাকামে ইবরাহীম বলতে সম্পূর্ণ বায়তুল্লাহকেও বুঝায় বা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিশিষ্ট স্থানও বুঝায়। আবার হাজ্জের সমুদয় করণীয় কাজের স্থানকেও বুঝায়। যেমন 'আরাফাহ, মাশ' আরে হারাম, মিনা, পাথর নিক্ষেপ, সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ ইত্যাদি। মাকামে ইবরাহীম প্রকৃতপক্ষে ঐ পাথরটি যার ওপরে দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আঃ) কা 'বা ঘর নির্মাণ করতেন। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৭১) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তা হলো ঐ পাথর যার ওপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আঃ) তার মাথা ধৌত করতেন এবং তাঁর স্ত্রী পায়ে পানি ঢেলে দিতেন। (তাফসীর তাবারী ৩/৩৫)

জাবির (রাঃ) এর একটি সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, যখন মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাওয়াফ করেন তখন 'উমার (রাঃ) মাকামে ইব্রাহীম (আঃ) এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন 'এটাই কি আমাদের পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এর মাকাম? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হ্যাঁ।' তিনি বলেনঃ 'তাহলে আমরা এটাকে কিবলাহ বানিয়ে নেই না কেন? তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (হাদীসটি সহীহ। তাফসীর ইবনে আবি হাতিম) অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, 'উমার (রাঃ) এর প্রশ্নের অল্প দিন পরেই এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, মাক্কা বিজয়ের দিনে মাকামে ইব্রাহীম (আঃ) এর পাথরের দিকে ইঙ্গিত করে 'উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এটাই কি মাকামে ইবরাহীম? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।' 'উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ আমরা কি একে সালাতের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করবো? তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেনঃ ﴿وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى﴾

'মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো।' (হাদীসটি সহীহ। সুনান নাসাঈ- ৫/২৬১/২৯৬৩, তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৭০)

সহীহুল বুখারীতে আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ 'তিনটি বিষয়ে আমি আমার রবের আনুকূল্য পেয়েছি, অথবা বলেনঃ তিনটি বিষয়ে আমার রাব্ব আনুকূল্য করেছেন অর্থাৎ মহান আল্লাহ যা চেয়েছিলেন তাই তাঁর 'উমার (রাঃ) এর মুখ দিয়ে বের হয়েছিলো। 'উমার (রাঃ) বলেনঃ 'আমি বললাম যে, হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! যদি আমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান করে নিতাম! তখন এই وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আমি বললামঃ হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! সৎ ও অসৎ সবাই আপনার নিকট এসে থাকে, সুতরাং আপনি যদি মু' মিনদের জননীগণকে অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সহধর্মিনীগণকে পর্দার নির্দেশ দিতেন! তখন পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়। যখন আমি অবগত হই যে, তাঁর কোনও কোনও স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তখন আমি তাঁদের নিকট গিয়ে বলি যদি আপনারা বিরত না হোন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দুঃখ দেয়া হতে তাহলে মহান আল্লাহ তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আপনাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী প্রদান করবেন। তখন মহান আল্লাহ নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ ﴿عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ﴾

‘যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাহলে তাঁর রাব্ব হয়তো তাঁকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম স্ত্রী যারা হবে আত্মসমর্পনকারিণী। (৬৬ নং সূরা তাহরীম, আয়াত নং ৫) এ হাদীসটির বহু ইসনাদ রয়েছে এবং বহু কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (সহীহুল বুখারী ৮/৪৯১৬, জামি ‘ তিরমিযী ৫/২৯৬০, ২৯৫৯, সুনান নাসাঈ কুবরা ৬/৪৯৬/১১৬১১, ৬/২৮৯/১০৯৯৮, সুনান ইবনে মাজাহ ১/৩২২/১০০৯,মুসনাদ আহমাদ ১/২৩/১৫৭, এবং ১/২৪/৩৬/১৬০, ২৫০)

একটি বর্ণনায় বদরের বন্দীদের ব্যাপারে ও ‘উমার (রাঃ) এর আনুকূল্যের কথা বর্ণিত আছে। তিনি বলেছিলেন যে, বন্দীদের নিকট হতে মুক্তিপণ না নিয়ে বরং তাদেরকে হত্যা করা হোক। মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছাও তাই ছিলো। (সহীহ মুসলিম-৪/২৪/১৮৬৫) অন্য একটি সূত্রে ‘উমার (রাঃ) বলেন যে, ‘আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল নামক মুনাফিক যখন মারা যায় তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জানাযার সালাত আদায় করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তখন আমি বলি আপনি কি এই মুনাফিক কাফিরের জানাযার সালাত আদায় করবেন? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ধমক দিলে মহান আল্লাহ নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

﴿وَ لَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّ لَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ﴾

‘তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তাদের জন্য জানাযার সালাত পড়বে না, আর তাদের কবরের পাশে দণ্ডায়মান হবে না।’ (৯ নং সূরা আত তাওবাহ, আয়াত-৮৪) এই সনদটিও সহীহ। (ফাতহুল বারী-১/৬০২)

ইবনে জারীর (রহঃ) জাবির (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ কালো পাথরে চুমু দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা ‘বা ঘরের চারদিকে তিনবার দ্রুত প্রদক্ষিণ করেন এবং চারবার আস্তে ধীরে প্রদক্ষিণ করেন। অতঃপর তিনি মাকামে ইবরাহীমের কাছে গিয়ে দুই রাক ‘আত সালাত আদায় করেন। (সহীহ মুসলিম ২/১৪৭/ ৮৮৬-৮৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস-৯২০। তাফসীর ত্বাবারী- ৩/২১/২০০৩, মুসনাদ আহমাদ ৩/৩২০-৩২১ পৃষ্ঠা) একটি দীর্ঘ হাদীস যা ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেছেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, ইবনে ‘উমার (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা ‘বা ঘরের চারদিকে সাত বার পদক্ষিণ করলেন এবং মাকামা ইবরাহীমের পিছনে দু’ রাক ‘আত সালাত আদায় করলেন। (সহীহুল বুখারী ২/৩৯৫, ফাতহুল বারী ৩/৫৮৬) এ হাদীসসমূহ থেকে জানা যাচ্ছে যে, মাকামে ইবরাহীমের ভাবার্থ ঐ পাথরটি যার ওপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আঃ) কা ‘বা ঘর নির্মাণ করতেন। ইসমাঈল (আঃ) তাঁকে পাথর এনে দিতেন এবং তিনি কা ‘বা ঘরে ভিত্তি স্থাপন করে যেতেন। যেখানে প্রাচীর উঁচু করার প্রয়োজন হতো সেখানে পাথরটি সরিয়ে নিয়ে যেতেন। এভাবে কা ‘বার প্রাচীর গাঁথার কাজ সমাপ্ত করেন। এর পূর্ণ বিবরণ ইনশাআল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ) এর ঘটনায় আসবে। ঐ পাথরে ইব্রাহীম (আঃ) এর পদদ্বয়ের চিহ্ন পরিস্‌ফুট হয়েছিলো। ‘আরবের অজ্ঞতার যুগের লোকেরা তা জানতো। আবূ তালিব তাঁর প্রশংসামূলক কবিতায় বলেছিলেনঃ

ومَوطئُ إبراهيم في الصخر رطبة ...على قدميه حافيًا غير ناعل

‘ঐ পাথরের ওপর ইব্রাহীম (আঃ)-এর পদদ্বয়ের চিহ্ন নতুন হয়ে রয়েছে, পদদ্বয়র জুতা শূন্য ছিলো।’ (সীরাতে ইবনে হিশাম- প্রথম খণ্ড ২২৪-২৩০ পৃষ্ঠা)

‘আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব (রহঃ) বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেছেনঃ আমি মাকামে ইবরাহীমের ওপর ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) এর পায়ের আঙ্গুল ও পায়ের পাতার চিহ্ন দেখেছিলাম। অতঃপর জনগণের স্পর্শের কারণে তা মুছে গেছে।’ (হাদীসটি সহীহ)

ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন, কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে,বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মাকামে ইবরাহীমের দিকে মুখ করে সালাত পড়ার নির্দেশ রয়েছে, তাকে স্পর্শ করার নির্দেশ নেই। (হাদীসটি সহীহ। তাফসীরে ত্বাবারী ৩/৩৭/২০০৫) এ উম্মাতের লোকেরাও পূর্বের উম্মাতের ন্যায় মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়াই কতোগুলো কাজ নিজেদের ওপর ফরয করে নিয়েছে, যা পরিণামে তাদের ক্ষতির কারণ হবে। মানুষের স্পর্শের কারণেই ঐ পাথরের পদ চিহ্ন হারিয়ে গেছে।

মাকামে ইবরাহীম এর অবস্থানস্থল

এই মাকামে ইবরাহীম পূর্বে কা ‘বার প্রাচীরের সাথে সংযুক্ত ছিলো। কা ‘বার দরজার দিকে ‘হাজরে আসওয়াদ’ এর পাশে দরজা দিয়ে যেতে ডান দিকে একটি স্থায়ী জায়গায় বিদ্যমান ছিলো যা আজও লোকের জানা আছে। ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) হয়তো বা এটাকে এখানে রেখেছিলেন কিংবা বায়তুল্লাহ বানানো অবস্থায় শেষ অংশ হয়তো এটাই নির্মাণ করে থাকবেন এবং পাথরটি এখানেই থেকে গেছে। ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) স্বীয় খিলাফাতের যুগে এটিকে পিছনে সরিয়ে দেন। ‘উমার (রাঃ) হলেন ঐ দুই ব্যক্তির একজন যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেনঃ "اقتدوا باللَّذَين من بعدي أبي بكر وعمر"

‘আমার মৃত্যুর পর তোমরা দুই ব্যক্তির অনুসরণ করবে। তারা হলো আবূ বাকর (রাঃ)এবং ‘উমার (রাঃ)।’ (হাদীসটি সহীহ। জামি ‘ তিরমিযী ৫/৫৬৯/৩৬৬২, এবং ৫/ হাদীস ২৮০৫, সুনান ইবনে মাজাহ-১/৩৭/৯৭, মুসতাদরাক হাকিম-৩/৭৫, মুসনাদ আহমাদ-৫/৩৮৫,৪০২, সিলসিলাতুস সহীহাহ ১২৩৩) ‘উমার (রাঃ) হলেন ঐ ব্যক্তি যার ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে কুর’ আনে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সালাত আদায় করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণে ‘উমার (রাঃ) এর এ কাজকে কোন সাহাবীই বাধা প্রদান করেনি।

‘আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) ইবনে জুরাইজ (রহঃ) থেকে এবং তিনি ‘আতা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) মাকামে ইবরাহীমকে পিছনে সরিয়ে নিয়ে আসেন। (সনদ সহীহ। যেমনটি মুফাসসির বলেছেন) এই সনদটি সহীহ। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) আরো বলেন, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ ‘উমার (রাঃ) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মাকামে ইবরাহীমকে পিছনে সরিয়ে নেন, তা এখন যেখানে অবস্থিত আছে সেখানে। হাফিয আবূ বাকর (রহঃ), আহমাদ (রহঃ) ইবনে ‘আলী ইবনে

হুসাইন আল বায়হাকী (রহঃ) ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবূ বাকর (রাঃ)-এর সময়ে মাকামে ইবরাহীম ছিলো কা ‘বার ডান দিকে। ‘উমার (রাঃ) তাঁর খিলাফাত ‘আমলে বর্তমান জায়গায় তা স্থানান্তরিত করেন। এ হাদীসের বর্ণনার ধারাবাহিকতা সহীহ।

মহান আল্লাহ্‌র ঘর পরিষ্কার রাখার নির্দেশ

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ﴾

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, এখানে عَهْدٌ-এর অর্থ হচ্ছে নির্দেশ। অর্থাৎ আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) কে নির্দেশ দিয়েছি।’ পবিত্র রেখো অর্থাৎ কা ‘বা ঘরকে ময়লা এবং জঘন্য জিনিস হতে পবিত্র রেখো। عَهْدٌ-এর تَعْدِيَة যদি إِلَى দ্বারা হয় তাহলে অর্থ দাঁড়াবে ‘আমি ও ওয়াহী অবতীর্ণ করেছি এবং প্রথমেই বলে দিচ্ছি যে, তোমরা উভয়েই বায়তুল্লাহকে মূর্তি বা প্রতিমা থেকে পবিত্র রাখবে, সেখানে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের ‘ইবাদত হতে দিবে না, বাজে কাজ, অপ্রয়োজনীয় ও মিথ্যা কথা, শিরক, কুফরী, হাসি-রহস্য ইত্যাদি হতে তাকে রক্ষা করবে।’ طائف শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে প্রদক্ষিণ কারী। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে বাহির হতে আগমন কারী। এ হিসেবে عاكفين শব্দের অর্থ হবে মাক্কার অধিবাসী। সাবিত (রাঃ) বলেনঃ আমরা ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘উবাইদ ইবনে ‘উমাইর (রাঃ) কে বলি যে,আমাদের কর্তব্য হবে বাদশাহকে এ পরামর্শ দেয়া, তিনি যেন জনগণকে বায়তুল্লাহতে শয়ন করতে নিষেধ করে দেন। কেননা, এমতাবস্থায় অপবিত্র হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তারা পরস্পরে বাজে কথা বলতে আরম্ভ করে দিবে। তখন তিনি বলেন, এরূপ করো না। কেননা ‘উমার (রাঃ) তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, هم العاكفون অর্থাৎ তারা এরই অধিবাসী।

একটি হাদীসে রয়েছে যে, ‘উমার ফারুক (রাঃ)-এর ছেলে ‘আবদুল্লাহ (রহঃ) মাসজিদে নাবাবীতে (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুয়ে থাকতেন এবং তিনি যুবক ও কুমার ছিলেন। الركع السجود দ্বারা সালাত সম্পাদনকারীকে বুঝানো হয়েছে। এটা পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়ার কারণ এই যে, তখনো মূর্তি পূজা চালু ছিলো। বায়তুল্লাহতে সালাত উত্তম নাকি তাওয়াফ উত্তম এ বিষয়ে ধর্ম শাস্ত্রবিদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে বাইরের লোকদের জন্য তাওয়াফ উত্তম এবং জামহূরের মতে প্রত্যেকের জন্য সালাত উত্তম। এখানে এর ব্যাখ্যার জায়গা নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুশরিকদের জানিয়ে দেয়া যে, ‘বায়তুল্লাহ’ তো খাস করে মহান আল্লাহ্‌র ‘ইবাদতের জন্য নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যদের পূজা করা এবং খাঁটিভাবে মহান আল্লাহ্‌র ‘ইবাদতকারীদেরকে ঐ ঘরে ‘ইবাদত করা হতে বিরত রাখা সরাসরি অন্যায় ও অবিচারপূর্ণ কাজ। এ জন্যই কুর’ আন মাজীদের অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

‘এরূপ অত্যাচারীদেরকে আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি গ্রহণ করাবো।’ এভাবে মুশরিকদের দাবীকে স্পষ্টভাবে খণ্ডন করার সাথে সাথে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের দাবীও খণ্ডন করা হয়ে গেলো। তারা যখন জানে ও স্বীকার করে যে, এই মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও নবুওয়াতের সমর্থক, তারা যখন জানে ও স্বীকার করে যে এই মর্যাদাপূর্ণ ঘর এসব পবিত্র হস্ত দ্বারাই নির্মিত হয়েছে, তারা যখন একথারও সমর্থক যে, এ ঘরটি শুধুমাত্র সালাত, তাওয়াফ, প্রার্থনা এবং মহান আল্লাহ্‌র উপাসনার জন্যই নির্মিত হয়েছে, হাজ্জ, ‘উমরাহ্, ই ‘

তিকাফ ইত্যাদির জন্য বিশিষ্ট করা হয়েছে, তখন এই নবীগণের অনুসরণ দাবী সত্ত্বেও কেন তারা হাজ্জ ও ‘উমরাহ করা হতে বিরত রয়েছে? বায়তুল্লাহতে তারা উপস্থিত হয় না কেন? বরং স্বয়ং মূসা (আঃ) ও তো এই ঘরের হাজ্জ করেছেন, যেমন হাদীসে পরিস্কার ভাবে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন কুর’ আন মাজীদের অন্য জায়গায় আছেঃ

﴿فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ١ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ﴾

‘সেই সব গৃহ, যাকে মর্যাদা সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।’ (২৪ নং সূরা নূর, আয়াত নং ৩৬)

মসজিদকে পবিত্র রাখা এবং অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা থেকে পরিস্কার রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃ

"إنما بنيت المساجد لما بنيت له"

‘মাসজিদ এজন্যই তৈরী করা হয়, যে কারণে এটা তৈরী করতে অর্থাৎ ‘ইবাদতের জন্য বলা হয়েছে।’ (মুসলিম ১/৩৯৭)

বায়তুল্লার নির্মাণ ও এর সর্বপ্রথম নির্মাতা

কেউ কেউ বলেন যে কা ‘বা ঘর ফিরিশতাগণ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এ কথাটি নির্ভরযোগ্য নয়। কেউ কেউ বলেন যে, আদম (আঃ) সর্বপ্রথম পাঁচটি পর্বত দ্বারা কা ‘বা ঘর নির্মাণ করেন। পর্বত পাঁচটি হচ্ছেঃ (১) হেরা, (২) তুরে সাইনা, (৩) তূরে যীতা, (৪) জাবাল ই লেবানন এবং (৫) জুদী। কিন্তু একথাটি ও সঠিক নয়। কেউ বলেন যে, শীষ (আঃ) সর্বপ্রথম নির্মাণ করেন। কিন্তু এটা ও আহলে কিতাবের কথা। যার ওপর না বিশ্বাস করা যাবে আবার না সত্য বলা যাবে, আবার তার ওপর পূর্ণ ভরসাও রাখা যাবে না। কিন্তু যদি এ প্রসঙ্গে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তাহলে তা মাথা পেতে মেনে নিতে হবে।

পাক-পবিত্র রাখার অর্থ কেবলমাত্র ময়লা-আবর্জনা থেকে পাক-পবিত্র রাখা নয়। আল্লাহর ঘরের আসল পবিত্রতা হচ্ছে এই যে, সেখানে আল্লাহর ছাড়া আর কারোর নাম উচ্চারিত হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে বসে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মালিক, প্রভু, মাবুদ, অভাব পূরণকারী ও ফরিয়াদ শ্রবনকারী হিসেবে ডাকে, সে আসলে তাকে নাপাক ও অপবিত্র করে দিয়েছে। এ আয়াতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে কুরাইশ মুশরিকদের অপরাধসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছেঃ এ যালেমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলের উত্তরাধিকারী হবার জন্য গর্ব করে বেড়ায় কিন্তু উত্তারাধিকারের হক আদায় করার পরিবর্তে এরা উল্টো সেই হyককে পদদলিত করে যাচ্ছে। কাজেই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে যে অঙ্গীকার

করা হয়েছিল তা থেকে বনী ইসরাঈলরা যেমন বাদ পড়েছে তেমনি এই ইসমাইলী মুশরিকরাও বাদ পড়ে গেছে।

এই আয়াতে কা'বা গৃহের ইতিহাস, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম কর্তৃক কা'বা গৃহের নির্মাণ, কাবা ও মক্কার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে। এ বিষয়টি কুরআনের অনেক সূরায় ছড়িয়ে রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর কিছু বর্ণনা আসছে।

(مثابةً) শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। এ শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাবা গৃহকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ফলে তা সর্বদাই মানবজাতির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়ে থাকবে এবং মানুষ বার বার তার দিকে ফিরে যেতে আকাংখী হবে। মুফাসসির মুজাহিদ বলেন, ‘কোন মানুষ কা'বা গৃহের যিয়ারত করে তৃপ্ত হয় না, বরং প্রতিবারই যিয়ারতের অধিক বাসনা নিয়ে ফিরে আসে' [আত-তাফসীরুস সহীহ] কোন কোন আলেমের মতে, কা'বা গৃহ থেকে ফিরে আসার পর আবার সেখানে যাওয়ার আগ্রহ হজ কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রথমবার কা'বাগৃহ যিয়ারত করার যতটুকু আগ্রহ থাকে, দ্বিতীয়বার তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং যতবারই যিয়ারত করতে থাকে, এ আগ্রহ উত্তরোত্তর ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ বিস্ময়কর ব্যাপারটি একমাত্র কা'বারই বৈশিষ্ট্য। নতুন জগতের শ্রেষ্ঠতম মনোরম দৃশ্যও এক-দু’ বার দেখেই মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। পাঁচ-সাতবার দেখলে আর দেখার ইচ্ছাই থাকে না। অথচ এখানে না আছে কোন মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট, না এখানে পৌছা সহজ এবং না আছে ব্যবসায়িক সুবিধা, তা সত্ত্বেও এখানে পৌছার আকুল আগ্রহ মানুষের মনে অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌছার জন্য মানুষ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

(امنا) শব্দের অর্থ (مأمن) অর্থাৎ শান্তির আবাসস্থল। আর (بيت) শব্দের অর্থ ঘর। তবে এখানে শুধু কাবাগৃহ উদ্দেশ্য নয়, বরং সম্পূর্ণ মসজিদুল হারাম। কুরআনে (بيت الله) ও (كعبة) বলে সমগ্র হারাম শরীফকে বুঝানো হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

(ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ)

“তারপর তাদের যবাইয়ের স্থান হচ্ছে প্রাচীন ঘরটির কাছে" [সূরা আল-হাজ:৩৩]

কারণ, এতে কুরবানী যবাই করার কথা আছে। কুরবানী কাবা গৃহের অভ্যন্তরে হয় না। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে যে, ‘আমরা কাবার হারাম শরীফকে শান্তির আলোয় করেছি’ । শান্তির আলয় করার অর্থ মানুষকে নির্দেশ দেয়া যে, এ স্থানকে সাধারণ হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তি জনিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

এখানে মাকামে ইবরাহীমের অর্থ ঐ পাথর, যাতে মু'জিযা হিসেবে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-এর পদচিহ্ন অংকিত হয়ে গিয়েছিল। কা'বা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন। [সহীহ আল-বুখারী] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি এই পাথরে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-এর পদচিহ্ন দেখেছি। যিয়ারত কারীদের উপর্যুপরি স্পর্শের দরুন চিহ্নটি এখন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে মাকামে ইবরাহীমের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণিত রয়েছে যে, সমগ্র হারাম শরীফই মাকামে ইবরাহীম। এর অর্থ বোধ হয় এই যে, তাওয়াফের পর যে দু রাকাআত সালাত মাকামে ইবরাহীমে আদায় করার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তা হারাম শরীফের যে কোন অংশে পড়লেই চলে। অধিকাংশ আলেম এ ব্যাপারে একমত।]

আয়াতে মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তাওয়াফের পর কা'বা গৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মাকামে ইবরাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন, অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে এমনভাবে দাড়িয়ে দুরাকাআত সালাত আদায় করলেন যে, কা'বা ছিল তার সম্মুখে এবং কাবা ও তার মাঝখানে ছিল মাকামে ইবরাহীম। [দেখুন, সহীহ মুসলিম: ১২১৮] আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাওয়াফ পরবতী দুই রাকাআত সালাত ওয়াজিব।

শব্দগুলো থেকে কতিপয় বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ কা'বা গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য তাওয়াফ, ইতেকাফ ও সালাত। দ্বিতীয়তঃ তাওয়াফ আগে আর সালাত পরে। তৃতীয়তঃ ফরয হোক কিংবা নফল কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে যে কোন সালাত আদায় করা বৈধ।

এখানে কা'বাগৃহকে পাক-সাফ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিক অপবিত্রতা ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিত্রতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন কুফর, শির্ক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহংকার, রিয়া, নাম-যশ ইত্যাদির কলুষ থেকেও কা'বা গৃহকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র ঘরের আসল পবিত্রতা হচ্ছে এই যে, সেখানে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো নাম উচ্চারিত হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ঘরে বসে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকে মালিক, প্রভূ, মা’ বুদ, অভাব পূরণকারী ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী হিসেবে ডাকে, সে আসলে তাকে নাপাক ও অপবিত্র করে দিয়েছে। এ নির্দেশে (بيتى) শব্দ দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, এ আদেশ যে কোন মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, সব মসজিদই আল্লাহ্‌র ঘর। কুরআনে বলা হয়েছে, (فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ) উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে এক ব্যক্তিকে উচ্চঃস্বরে কথা বলতে শুনে বললেন - তুমি কোথায় দাড়িয়ে আছ, জান না? অর্থাৎ মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, এতে উচ্চঃস্বরে কথা বলা উচিত নয়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে কা'বা গৃহকে যেমন যাবতীয় বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে বলা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য মসজিদকেও পাক-পবিত্র রাখতে হবে। দেহ ও পোষাক-পরিচ্ছদকে যাবতীয় অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পাক-সাফ করে এবং অন্তরকে কুফর, শির্ক, দুশ্চরিত্রতা, অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে মসজিদে প্রবেশ করা কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। [মা'আরিফুল কুরআন]।

উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি বিষয়ে আমার প্রতিপালক আমার সাথে একমত হয়েছেন। (তার মধ্যে ১টি হল: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি "মাকামে ইবরাহীম" কে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করে নিতেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী: ৪৪৮৩)

এছাড়াও এ আয়াতের কয়েকটি শানে নুযূল পাওয়া যায়। (লুবাবুন নুকূল ফী আসবাবে নুযূল পৃঃ ৩০)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন একটি নিদর্শনের কথা তুলে ধরলেন যা ইবরাহীম (আঃ)-এর ইমামতের ওপর প্রমাণ বহন করে। তা হল বাইতুল্লাহ যা ইসলামের অন্যতম একটি রুকন। এ ঘরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের প্রত্যাবর্তন স্থল বানিয়েছেন। মানুষ একবার আগমন করে পরিবারে ফিরে যাবে আবার আসবে। এরূপ বারবার মানুষের মন চাইবে আরো যাওয়ার। আরেকটি নিদর্শন হল এ ঘরকে নিরাপদ স্থান করেছেন। যত বড় অপরাধীই এখানে প্রবেশ করুক না কেন কোন প্রকার ঝগড়া, মারামারি, লুণ্ঠন এখানে করা যাবে না। এমনকি পশু পাখি ও বৃক্ষলতাও নিরাপদে থাকবে। জাহিলি যুগের মুশরিকরাও এ ঘরের সম্মান করত। ইসলাম এসে এ সম্মান আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

'মাকামে ইবরাহীম' দ্বারা কোন্ জায়গাকে বোঝোনো হয়েছে এ নিয়ে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ দু' টি বর্ণনা হল:

১. সে পাথর যার ওপর পা রেখে ইবরাহীম (আঃ) কাবা নির্মাণ করেছিলেন। (তাফসীর মুয়াসসার, পৃঃ ১৯)

২. হজ্জের সকল মাশ 'আর (স্থানসমূহ)। (তাফসীর সা 'দী পৃঃ ৪৬) তবে প্রথম মত-ই সঠিক।

এ আয়াতটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে শিয়া ও বিদ 'আতী সম্প্রদায় বলে: ওলীদের কবরে সালাত আদায় করা যাবে। কারণ আল্লাহ তা 'আলা বরকত লাভের জন্য মুসল্লী ও হাজীদেরকে মাকামে ইবরাহীমে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ আয়াতকে ওলীদের কবরে সালাত আদায়ের সপক্ষে দলীল গ্রহণ করা প্রবৃত্তির মনগড়া চিন্তার অনুসরণ ছাড়া কিছুই নয়। কারণ মাকামে ইবরাহীম কোন কবর নয় এবং কবর সংশ্লিষ্ট কোন স্থানও নয়। বরং তা বাইতুল্লাহ সংশ্লিষ্ট স্থান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সে স্থানটি বরকতময়। অপরপক্ষে কোন ব্যক্তির কবর শরীয়তে বরকতময় বলে প্রমাণিত নয় এবং কবরকে কেন্দ্র করে সালাত বা অন্য কোন ইবাদতও শরীয়তসম্মত নয়। এমনকি কবরস্থানে সিজদা ও সালাত আদায় করলে আল্লাহ তা 'আলার লা 'নত প্রাপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ইয়াহূদ ও খ্রিস্টানরা তাদের নাবীদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করায় তাদের ওপর আল্লাহ তা 'আলার লা 'নত। (সহীহ বুখারী হা: ১৩৩০, সহীহ মুসলিম হা: ৫৩০)

আল্লাহ তা ‘আলা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-কে ওয়াহী করেছেন এ ঘর অপবিত্রতা ও মূর্তি হতে পবিত্র রাখতে, যাতে সকল ইবাদত পালনে কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়। এখানে শুধু কাবা ঘর সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল মাসজিদ এ নির্দেশের শামিল। তাই প্রত্যেক মাসজিদ সকল প্রকার অপবিত্রতা ও মূর্তি থেকে পবিত্র রাখা ঈমানি দায়িত্ব।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর মর্যাদা জানা গেল।

২. উমার (রাঃ)-এর মর্যাদা জানতে পারলাম।

৩. সকল মাসজিদকে অপবিত্রতা ও মূর্তি হতে পবিত্র রাখতে হবে।

৪. কোন কবরে সালাত আদায় করা যাবে না, কবরবাসী যদিও নাবী বা ওলী হয়ে থাকেন।